নীল-দর্পণ নাটক।

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-
ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং।

হিন্দু পেট্রিয়ট্ সংবাদ পত্রের গ্রাহকবর্গের পাঠার্থ

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের
অনুমত্যনুসারে ও ব্যয়ে

কলিকাতা

RARE BOOK

হিন্দু পেট্রিয়ট্ যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৩।

B 891.442/Mi 353
Rare Book
NOT TO BE LENT OUT
SHELF LISTED

ভূমিকা।

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজজাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছে তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগ ক্রমে ঔষধ দেন; একথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকা দানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ টারপিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে

হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজসকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রা লাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" প্রজা-বৃন্দের সুখসূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গবর্ণর জেনেরল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী প্রজার সুখে সুখী দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হারসেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্যপরিচারকগণ শতদল স্বরূপে সিবিল সরভিস সরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হই-তেছে নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবা-রণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

NOGENDRO KUMAR
CALCUTTA

নীল-দর্পণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর গোলোক চন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।

(গোলকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন।)

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি করো্য গিয়োছন তাতে কখন পরের চাকরী স্বীকার কত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই তাহামে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০। ৭০ টাকায় বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, খেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি; পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়্‌তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেইবা সহজে পারে।

সাধু। এখনতো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি নেয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান জারক্ষার করো্য

তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া হয় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খাই লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০ ৫০ টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোর দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আনধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল খান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল, সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভূঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটাই মেরেছিল; উহাদের খালাশ কর্যে আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ ছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্তে গিয়াছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ওগাঁয় আর বাস করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুই খান লাঙ্গল রেখেছে, তা নীলের জমিতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়াছে, এইবারে যান যাবে।

গোলোক। যান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আর সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমী কয় খানায় নীল না বুনি, তবে নবীন মাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়াছেন?

গোলোক। সাধে গিয়াছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিনে সাহেব বল্লে "যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব,, তাহাতে বড়বাবু কহিলেন "আমার গতসনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকায়ে না দিলে এবৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ি কি ছার,,।।

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাক্‌তো। তাই যদি নীলের দাম গুলো চুকয়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।।

(নবীন মাধবের প্রবেশ)

কি বাবা, কি করে্য এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুইসনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলো অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনা ই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত করে রাখুন কেবল আমার দিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরাতো যবনের ভাত খাওনা,,।

সাধু। যারা পেট ভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবুতো নীল করা ঘোচে না। নাছোড়্ হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবেনা, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। মাঠাকুরুন যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন্ না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর্ একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তামহাশয় অবধান, বড় বাবু নমস্কার করি গো।

(সাধুচরণের প্রস্থান)

গোলোক্। পরমেশ্বর এভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান করগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের বাড়ী।

(লাঙ্গল লইয়া রাইচণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমীন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্

করে মোর দিকি আস্‌চিলো বাবারে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। সাঁপোল তরাল ৫! কুলো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করো দ্যাক্‌বো যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাথিই দ্যাশ্‌ ছাড়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দাদা বাড়ি এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নাই। কাকিমারে ডাক্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্‌দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি—অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

(সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

সাধু। রাইচরণ, ও এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমীন শালা সাঁপোল তলার জমিতি দাগ মরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমিতো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্‌ কেটে মহাজন কাৎকত্তাম। খাবকি, ছ্যালে পিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খ্যাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দুকাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়াকপাল, আরে পোড়াকপাল গোড্‌ডার নীলী কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ কু বিঘা জমীর ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গেলো তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেলা আছে তাতেতো ফলন নাই, আর নীলের জমীতে লাঙ্গল থাক্‌বে, তা কারকিতী বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্‌নে,

কাল হাল গোরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমীদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ)

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁদয়ে এইচি।

(আমিনকে দূরে দেখিয়া।)

ঐ দ্যাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধর্যে নিয়ে যাবে।

(আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ।)

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

(পেয়দাদ্বয় দ্বারা রাইচণরণের বন্ধন।)

রেবতী। ও মা, ইকি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়ুয়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ি যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস্ তোকে খাতায় দস্তখৎ করে্য দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একেকি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে

আছি, যার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়্লাম. পত্তনির আগে এতো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়িতো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে— আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, মালটা ভাল,— —দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

(ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।)

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

(যাইতে অগ্রসর হইল।)

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোকার কি মাগ ছেলে, নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ওমা ও যে ডবকা ছেলে, ওযে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাবেহের কুটি যাবে কেমন করে, সে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাডিড খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি ছল পড়্চে, মুখ শুইকে গেছে—কি কর্বো, কি পোড়া দেশে এলান, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি তোর নাকিসুর এখন রাখ জল দিতে হয়তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

রাই চরণের জল পান এবং সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেগুন বেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গালার বারেন্দা।

আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ।

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষে-ইতো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগচ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না লায়েক আছে। স্বরপুর, শাম নগর,শান্তি ঘাটা এতিন গাঁয় কিছু দাদন হলোনা। শ্যাম চাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানী দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতক গুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুস্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন কর্য়ে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া লাটিয়াল, শড়কি—ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখিনি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জোরু কয়েদ করিয়াছি, জোরু কয়েদ করিলে শালা লোক্ বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ্ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষি ছাড়া আমারে কিছু

বালনি—তুমি শালা বড় না লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্ কা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো একাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখে-রাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীন মাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে চায়——ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কা হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ——বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ্, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রুপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ এক জন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশ-পুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মূসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশ-লেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে. যদি এক জন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব"।

বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি ঘোটা ঘোট করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলাকি নেই তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম্‌ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম্‌, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালন অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে, আমি কায চাই।

(সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদা দ্বয়ের সেলাম্‌ করিতে ২ প্রবেশ।)

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ এক জন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতা নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা দেড় খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ করো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা

কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী——

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গলঠেলে উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয় তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার

চাস দিতে হয় তবে বাকী ১১ বিঘার পড়ে থাক্‌বে তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড়বজ্জাত (জুতারগুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেছে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম্‌ না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লিনে?

(কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে ২) মলাম্‌, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার্‌ মরো বাঞ্চৎ কো (শ্যামচাঁদাঘাত)

(নবীনমাধবের প্রবেশ।)

রাই। বড়বাবু, মলাম গো! জল খাব গো! মেরেফ্যাল্লে গো!

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহার-ও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নি-দারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনু-মতি করিবেন সেই রূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে ?—সাধু ঘোষ, তোর্ মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি ? আপনি নিজে গিয়া ভাল ২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ্ আমিন মহাশয় আর যে কয় খান ভাল জমী ছিল, তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করে্যা দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছা পোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা ! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবর মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চুৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাছিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুটির লোক ধরে্যা মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দানন লিখিয়া দিবি তবে তোগ্র ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশ খানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাত!

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

(নবীনমাধবের প্রস্থান)

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক্ দাদন দেও।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর দরদালান।

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত।

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী এক গাছিও হয় নি। ছোটবউ বড় পয়মন্ত। ছোটবয়ের নাম করো্যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ী হয়েছে। আহা চুলতো নয়, শ্যামা ঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্য বদন। লোকে বলে যাকে যায় দেখ্‌তে পারে না, আমিতো তার কিছুই দেখিনে। ছোটবয়ের মুখ দেখ্‌লে আমারতো বুক জুড়য়ে যায়।

আমার বিপিনও যেমন ছোটবউও তেমন। ছোট বউতো আ-মাকে মায়ের মত ভাল বাসে।

(সিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ।)

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না?—হয়নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এই বার দিব্বি হয়েছে। ওবোন্, এইখান্‌টি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ্‌তো খোলেনা।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুর্‌য়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত ভর সইল না—তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেলহাটে মহাশয়েকে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান্ নি।

সৈরি। তবে ওরাঁ যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যে খানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ি আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণচো—আর বোন্, মনের কথা বের্‌য়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওরাঁ যখন ঠাকুরপোর চিটি গুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে? দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি, দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ— (সরলতার গাল্‌টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনিনি, যেমন এক দণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচিনে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসিছি।

(আদুরীর প্রবেশ।)

ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন্‌না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্না ঘড়ের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে থামাস্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন করো।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন ও তো ঠাকুরুণের কথা বেস বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিসনে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কাপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়্‌লো তবেই সে ডান হয়ে ওটলো—মা ঠাকুরুনিরি বলবো দিনি, মুইকি ডানহবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করো) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বৈতাল শুনবো।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান)

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্নি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্‌নে? মিন্‌সের মুখখ্যান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে"।

সর। তুই ভাতারের নাম ধর্যে ডাকতিস্‌?

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে!

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস্‌?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

(সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ)

সৈরি। আবার পাগ্‌লিকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোটবয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প খাঁটিয়ে ২ শোনা হচ্চে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

আয় ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ্‌ কদিন্‌ ডেকে পাঠাচ্চি তা

তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ্ কদিন আমারে পাগল করেছে, বলে দিদি ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুর বাড়ি হতে এসেছে তা আমারদের বাড়ি এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি ক্ষের্‌পা বটে। ক্ষেত্র তোর কাকি মাদ্দের পরণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম।)

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকাচুলে সিঁদূর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুর বাড়ি যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই সেটের বাছা—আদুরী যা ঠাকুরুনকে ডেকে আন্‌গে।

(আদুরীর প্রস্থান।)

পোড়া কপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—কমাস হলো?

রেবতী। ওকথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোইনি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরিনি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপ্পা হয়েলো, ঠাকুরুনিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্যে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড় গুনো তুলে আনগে, সন্ধ্যা হলো।

(আদুরীর পুনঃপ্রবেশ)

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা, হা।

(সরলতার জিবকেটে প্রস্থান)

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্য বদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুন কইলো—

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষ বউ এইচিস, তোর মেয়ে এনিচিস বেস করিচিস—বিপিন আঁবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত কর্যে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদি মারে পরণাম কর।

(ক্ষেত্রমণির প্রণাম।)

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউমা ঘরে যাও বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে —আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাত খানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী") মা যাওগো জল চাচ্চেন বুঝি।

RARE BOOK

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী দেখ তোরে ডাক্‌চে।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরী। পোড়ার মুখ—ঘোষ দিদি আর এক দিন আসিস্।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আরতো এখানে কেউ নেই—মুইতো বড় আপদে পড়িছি, পদী মহারাণী কাল মোদের বাড়ি এয়েলো—

সাবি। রাম্ রাম্ রাম্ ও নচ্ছার বেটিকেও কেউ বাড়ি আস্‌তে দেয়—বেটির আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোরতো আর ঘেরা বাড়ি নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ি বল্লিইবা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি বিটি বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটি বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে এক বার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুইতো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারিনে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটি বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম কর্‌য়ে দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস,

15225
16.12.64
National Library
Calcutta-27.
B
891.442
Mi 353n

না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটি সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝম্‌কে ২ ওটচে।

আদুরী। মাগো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুইতো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো।

রেবতী। মা সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস তবে নেটেলা দিয়ে ধর্‌্যে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুলুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা চাসার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মরদ্‌দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাইনি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্‌্যে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে একথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে য়্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে একথা শুনে কি আর রক্ষা রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আঁপনার মাথায় আঁপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে একথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না; না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটি আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড় বাবু শুনিন্‌নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে

নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে! তা কর্ত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা কত কথা বল্যে গ্যাল, তাকি আমি বুঝ্‌তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌এচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ডো শোনে।

আদুরী। বিবির আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যলার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকড়ি, তে-রোনাল ফির্‌তি থাকে, মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই লোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ি যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু বাড়ি দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

(রেবতী ও ক্ষেত্রমনির প্রস্থান)

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ)

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিবকেটে কাপড় রাখন্)

সৈরি। ধোপাবউ কেন হতে গেললা, আমার সোনার বউ আমার রাজলক্ষ্মী (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়-গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালাদিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে—আহা! মার আমার রক্ত কমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করো যাওয়া আসা করো না।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সাবি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা বেলা থাক্‌তে ২ গা ধুয়ে এস।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির গুদাম ঘর।

(তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট)

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড় বাবু হাল গোরু বেঁচয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান্‌ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্‌ থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষি না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়য়ে উটলো—দ্যাদিনি অ্যাকনতবাদি অক্ত ঝোঁজানি দিয়ে পড়্‌চে—গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিসনে!

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া) দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট কর্যে, লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বলবো—সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, তবে বল্লিতো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান—তানার সেমন্‌তোনের দিন ঘুন্‌য়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর্যে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্‌লি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচ্‌রির ভেতর অনেক্‌ তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্‌ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র,র, কর্যে অ্যাসেছে, হেড়া হিড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের খলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো!

তোরাপ। তোর দোষ পেয়ে লো কি? ভাবনাপুরীর সাহেবতো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো ঘোড়া চড়ে যাব। সব সুমিন্দি যদি ঐ সুমিন্দির মত হতো তা হলি সুমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাচিনে গা।

ভালং করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমিন্দির ইকসুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমুন্দি যে খাঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা!

তোরাপ। সুমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাৎপার করবার কোমেট্ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাওতো বুঝ্তি পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাইনি। হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অণ্ডেরা পেইচি, এ সুমিন্দিরে বেলাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটিং আইবুড়ো-ভাত খেয়ে বেড়্‌য়েলো ক্যামন করে? দেখিস্‌নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিত্তি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত করো খাতি পারবো, আর সুমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্‌তি পার্‌বে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদোভূতি পালি নাকি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এমান্নির ভাইরি আনেছে ক্যান! মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁ ছাড়া হত্তি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচো দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো।
নীলকুটির নীল মেম্‌দো।

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে সুনিমনি!

"জাত মাল্লে পাদরি ধরে।
"ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে; "জাত মাল্লে" কি?

দ্বিতীয়। "জাতমাল্লে পাদ্রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান্তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্-লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মশার কাছে মিচ্রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপে দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্য়েছে?

চতুর্থ। গ্যালবার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদা খ্যাচ্ড়া কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, বা বলচে তাই কচ্চি তবুতো ব্যাড়ুম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দুবচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখে-লাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়য়ে থেকে জমিড়ের মার্গ মারালে—চাসার কি আর বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমীন সুমিন্দির হির্ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সুঁমিন্দি সব চুঁড়ে বার করে দেয়। সুমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে

দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওরতো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি তা কর, দামড়া গোরু কেন্‌, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস্‌ মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতিতো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সুমিন্দি তা কর্‌বে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন—(নেপথ্যে হো, হো, হো, মা, মা,) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আমনাম কর, এডার মধ্যি ভুত আছে। চুপ্‌দে, চুপ্‌দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্‌ কুটিতে আছি তাওতো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রি যোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়!)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—তোরাপ! চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে) আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য, সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখিনে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মাগো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুনলি তো মর্য়ে ভূত হয়েছে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারিনি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো—

তোমরা ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুচ করি ওর বাড়ি কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্‌— (বসিয়া ওট—(কান্ধে উঠন) দ্যাল ধরিস্‌, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা— (গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমিন্দি আসচে (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

(গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া
রোগ সাহেবের প্রবেশ।)

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্‌ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ওখরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্‌ বজ্জাত নষ্ট (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্‌হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবারে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন্‌ তো

নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাচা, একটু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম্, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই কর্‌বো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারাম জাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ্ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম্ রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনেরে, মোরে খুন কর্যো ফ্যালালে, মারে, বউরে, মারে, মেলেরে, মেলেরে, (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হায়।

[রোগের প্রস্থান।

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ পয়জার দুইতো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাল।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও খাওয়া যায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের এক বার জল খাইয়ে আনি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিন্দুমাধবের শয়নঘর।

(লিপি হস্তে সরলতা উপবিষ্ট।)

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দল না॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নব সলিলশীকরাকাঙ্খিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তাতো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। —(দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল; এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছু মাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনেরতো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি

অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর এক বার পড়ি (পঠন)

"প্রাণের সরলা!

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবরা গোপনে ২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোন রূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্বিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করোনা, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্ষপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষনে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়েছেন বাড়ি যাইবার সময় লইয়া যাইব— বিধুমুখি, লেখা পড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতা ঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।"

আমারি——তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে, তবে সুচরিত্রের আদর্শ

হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারিনে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়! যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনা সমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে; আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্য বদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী; সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না; কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারিনে—

(আদুরীর প্রবেশ।)

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্নি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না; কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেকৃচি অ্যাকন হাত দেউনি। চূলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিটিখান অ্যাকন ছাড়নি——ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হত্তি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকিনি—কত্তামশাই যে কান্তি নেগ্‌লো।

সর (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না (প্রকাশে) চল রান্না ঘরে গিয়ে তেল মাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর, তেমাতাপথ।

(পদী ময়রাণীর প্রবেশ।)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাইতো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচিং মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ, মা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মাগো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো—বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেঁটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগির ভা-

তার মেয়ে মানুষ ধরে গুদমে রাখ্‌তে পারে, মেয়ে মান্‌ষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাকরার সে রকমতো এক দিন দেখ্‌লাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলিগে, আমারে দিয়ে হবে না— আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখ্‌লে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত ।)

"যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার নয়ান দুটি ॥"

(এক জন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেছে ?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁট কুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ি যাও, কলমি ঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দ্বটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

(এক জন লাটিয়ালের প্রবেশ)

বাবারে ! কুটির নেটেলা !

(রাখালের বেগে পলায়ন)

লাটি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি কর্যে তুল্যে যে।

পদী। (লাটিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্র-হারের যে বাহার ভারি।

লাটি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কালো বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখনতো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না—

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুটতে যাব, যদি কাল্ কালো বক্না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

(লাঠিয়ালের প্রস্থান)

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

(চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ।)

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না—

৪ জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ওকথা বল্‌তে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

(নবীনমাধবের প্রবেশ।)

পদী। ওমা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

(ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান)

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি)তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

(৪জন শিশুর প্রস্থান)

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়! তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি শুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটী স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাঁছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখিনে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে, কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে

পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উডসাহেবের পরম বন্ধু।

(এক জন রাইয়ত দুই জন ফৌজদারীর পিয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌গিরের প্রবেশ।)

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলেদুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে——

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগ্‌লে আর ওটে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে—তোর বড় বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড় বাবু মোর ছেলে্ দুটোরে খাতি দিওগো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের এক বার দ্যাক্‌তি পালাম না।

(নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতা শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেই রূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম চাম্‌া করেলাম মেরেতো ফ্যাল্‌তাম ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

(রাইচরণের প্রস্থান।)

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, ক-য়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁ-হার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একা-গ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিনী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরা-ঙ্‌মুখ হব না,—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

(দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ।)

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এরম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়; যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ, হঃ, হঃ, (নস্য গ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমার দিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ।)

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলেতো আমার কাণে কোন কথা তুলিস্‌নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বল্লে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যালয়ে নে বৈড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েতবাচ্ছা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

(খালাসীর প্রস্থান।)

ছোটসাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনশই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌ছো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায়। সে দিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। "শত মারী ভবেৎ বৈদ্যঃ" (উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

(উডের প্রবেশ।)

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এই বার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুই বার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এই বারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারিনি।

গোপী। হুজুর, মুন্সির ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল,

বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উটিবে, আমি জবাব দিয়াছি ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হবে না। মাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর করে্য নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীনবস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয় তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবার-দিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে; বাঞ্চত্‌ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম্‌ বেহেতার চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর বৎসর দাদন বৃদ্ধি করি; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমীন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দুটাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমীন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন

কিছু রাখে না, আমীন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয় দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদা-কাটি করে এবং মিনতি করিতে করিতে রথতলা পর্য্যন্ত আমীনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চত্ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদ পত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥

উড। নীলকণ্ঠ বাবু আমীনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমীন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সয়তান, ৩। ৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায়? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এসব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্ নেমক্ হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চত্ আর পড়ী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাত্‌কো হাম জরুর

শেখ্‌লায়েঙ্গে, বাঞ্চতকো হামারা বট্‌নেকা ঘর্‌মে ভেজ্‌ ডেয়।

(উডের প্রস্থান)

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এই বার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হারমেনে যায়॥

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীন মাধবের শয়নঘর।

(নবীন মাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবা নিশি ভ্রমণ কর্য়ে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষুঃ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ! অমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণ গুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্‌ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহন, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর।

আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করো ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়িতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোণার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি! কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন কর্‌বেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম! আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি! এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করো তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ! বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শ্বাশুড়ির দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত

জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোন রূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ! বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট; কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কায করো্যে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, একি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি! তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটী নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ীপরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালিকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর এক দিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি—আদুরী আস্‌ছে।

(দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ।)

আদুরী। চিটি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কত্তি পারিনে, মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে।

(লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান।)

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ) "রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—
আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র,
কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গা
লাভ হইয়াছে, তদাদ্যকৃত্তের দিন সংক্ষেপ,
এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—
তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি
শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার! দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করো নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক্—

নবীন। (লিপিপাঠ) "প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পোঁছিব, বক্রী এক শত টাকা আগামি মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।"

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা; এত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েক খান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয় তবে বুঝিলাম যে এ দেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ

দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হলো না, সকল ক্ষেত্রে বীজবপন হলো না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হলো না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন কোন মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদীর মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমর নগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না—আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট্ বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাবি। নবীন! সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করো ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার

নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েক খান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি? হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ।)

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। মা ঠাকুরুণ! মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে অ্যানে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড় বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফ্যাটে বার-হ্‌লো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোণার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদি-গিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধর্‌য়ে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখ্‌য়ে দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্ছিস্‌, ধান কেড়ে নিচ্চিস্‌, গোরু বাছুর কেড়ে নি-চ্চিস্‌, লাটির আগায় নীল বুন্‌য়ে নিচ্চিস্‌—তা লোক কেঁদিই হোক্ কোকিই হোক্ কচ্চে—একি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া!

রেবতী। মা! আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ককুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে আর ফুলে ফুলে কেঁদে ওটে—মাটেত্তে অ্যাসে একথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্ব ভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার সরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইয়া কেমন দুঃশাসন দেখিব; সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডূক কখনই বসিতে পারিবে না। (নবীনের প্রস্থান)

সাবি। সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল মোর বউ বাইরের দিকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রোগ সাহেবের কাম্‌রা।

(রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।)

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি! মোরে এমন কথা বলো না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পর পুরুষ ছুঁতি পারবো না; মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে?

পদী। তোর ভাতার কোথয়, তুই কোথায়? এ কথা কেউ

জান্তে পার্‌বে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেব্‌তাতো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চকিতো ধূলো দিতি পার্‌বো না। আমার প্রাণের ভিতরতো পাঁজার অগুণ জ্বল্‌বে। মোর স্বামী সতী বল্যে যত ভাল বাস্‌বে, তত মোর মনতো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্‌ আর অজানাই হোক্‌ মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্ম! খাটের উপরে আন্‌ না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা! আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক জন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে হাঁসিতে খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই?—পদ্ম! টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি! লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্যে থাকি সেও ভাল, তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়-রা পিসি! মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ি দিয়ে আয় মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দুজনের মধ্যি মুই অ্যাখ সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ি রেখে আয়, তোর পায়ে পড়ি; পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম্!—জল তে-ষ্টায় মলাম!

রোগ। কুজোঁয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিদুঁর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ি গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে জাতও গেচে। (প্রকাশে) তা মা! আমি কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোটসাহেব! ক্ষেত্রমণি আজ্ বাড়ি যাক্ তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ি পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড্‌হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্‌নি, তাইতে ভদ্র লোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল একার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পঁদীময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি! যাস্ নে—ময়রা পিসি! যাস্ নে।

(পদী ময়রাণীর প্রস্থান)

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি নেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুর্‌তি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার! (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা; ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ি পেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা!

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছেঁ, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি!

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না

(বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব! মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

(রোগের হস্তে নখ বিদারণ)

রোগ। ইন্‌কর ন্যাল বিচ্‌! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্‌ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্‌ক, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো, তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাই ভাতারির ভাই! মার না, মোর প্রাণ বার করে৷ ফ্যাল না, আর যে মুই সইত্তি পারি নে।

রোগ। চুপ রাও হারামজাদী, ক্ষুদ্‌ মুখে বড় কথা।

(পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখগো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)

(জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ।)

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর! এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। মুমিন্দি দেঁড়েয়ে যেন কাটের পুত্তুল—গোডার বাক্যি হরে গিয়েচে—বড় বাবু মুমিন্দির কি এমান আছে তা শরম কথা শোনবে, ও য্যামন কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, মুমিন্দির য্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা (গলদেশ

ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বিতো জোরার বাড়ি যাবি (গাল টিপে ধরো্যে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কান মলন)

নবীন। ভয় কি ভাল করো্যে কাপড় পর (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ ! তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা করো্যে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়্য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ো্যে গিয়েছে, এত ক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুম্‌য়েছে, বিশেষতঃ একথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ি যাস, তুই কি রূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্‌ তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাত্তি নদীডে সেঁত্‌রে পার হয়ো্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সমন্দির আস্তাবলের ঝারকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তার পর নাতকর্ত্যা জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল করো্যে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো্যে জুতার গুতা মারিস্‌ নে ?

(হাঁটুর গুতা)

নবীন। তোরাপ ! মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলো্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম।

(ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।)

তোরাপ। এমন বস্‌গারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর

বড়বাবারে বল্যে মেনয়ে জুনয়ে কায মেরে নে, জোর জোরা-বতী কদিন চলে, পেলয়ে গেলিতো কিছু কত্তি পারবা না, মরার বাড়াতো গাল্ নেই। ও মুমিন্দি, নেয়েত ফেরার হলি যে কুটি কররের মধ্যি ঢোকবে। বড়বাবুর আরবচুরে টাকা গুনো চুক্‌য়ে দে আর এবচোর ব্যা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্‌লিইতো হয় না, চসা চাই—ছোটসাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

(চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন)

রোগ। বাই জোভ! বিটেন টু জেলি। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান।

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদুরীতে ধর্‌ল্যে নেগেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়োঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে! খান্ না, আহা! বুক চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রক্ত বার করেছেন, কেঁদে

কেঁদে চক্ষু ফুলয়েছেন, যাবার সময় বলেন গিন্নি! এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা! তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালী হয়ে গিয়াছে, টাকার যোগাড় করিতেইবা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়্‌লে বাবার কতই খেদ—বলেনকিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনা গুলিন আগে খালাস করে্য আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা কর্‌লেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম মহাপাপিনী! এই কি তোর মার প্রাণ!—

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।)

সৈরি। ঠাকুরণ! অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না মা! আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

(তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ।)

ছোট বউ! তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করিগে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান সরলতার তৈলমর্দ্দন)

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্দ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করো রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত! (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাউনি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাওগে মা, চল আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি।

(উড, রোগ মাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজীর, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।)

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে? (দরখাস্তের পাত উলটায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামির এবং আসামির মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদির সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা ফরিয়াদির সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার! মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ করিয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে

কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার! মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোন রূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রিষ্টিয়ান—খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে; পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ ধর্ম্ম নিষ্পান্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদেশ্য; এমন সত্য সনাতান ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার! আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না, যেহেতুক সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজ্‌কুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল,—রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্।

বা মোক্তার। হজুর! হজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের

প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত; আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামির আড্‌ভোকেট্ স্বরূপ" সুতরাং আসামির পক্ষের যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামির কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার! সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়িতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়; ধর্ম্মাবতার! ধর্ম্মাবতার যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর! নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন্ রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসির সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়া ময়দানে গমন পূর্ব্বক উত্তম উত্তম জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া

আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের বাড়িতে মরা কান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। এক বার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তের পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে, তাহারদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার! তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, একথা স্বীকার করি এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা

ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না, ধর্ম্মাবতার! গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড় বাবু বলিলেন "পিতা! আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়া কলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু একথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহে-বের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ না কিছুই কলেন না, গোপনে গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেব-দের হাকিম ভাই বুাদার; সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গুরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সাহে-বকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রাইয়-দের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার! যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার এক জন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার

জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়াল ঘর নাই, সারেজ্জমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে, কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলর কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামিকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর! এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষিদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার! গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি।

চাপ। খোদাবন্দ্।

(সাহেবের নিকট গমন)

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবিউড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ্ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর ! কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার ! আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষিদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

(মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ)

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল্ পেসকর।

(মাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি, ওআরদালীর প্রস্থান)

সেরেস্তা। নাজির মহাশয় ! রীতিমত জামানতনামা লেখা পড়া করিয়া নাও।

(সেরস্তাদার, পেস্কার, বাদির মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান)

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখা পড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহণা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই;

এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া; চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না?

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু! তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোনমতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধশরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম— বলেন "নবীন! তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছু মাত্র দিব না"।

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি

মাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণকলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ্ চার দিন, আজ্ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু তোমাকে রাত্র দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি এক বার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু! তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড় বাবু! মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই!

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে, ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শুবণ করে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

(ডেপুটি ইনস্পেক্টারের প্রবেশ)

ডেপু। বিন্দু বাবু! আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমর নগরের আসিস্‌টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট এক জন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান)

ডেপু। আহা দুই ভাই দুঃখ্যে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী; কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্‌ঝটিকায় নবীন বাবুর সদ্গুণ সমূহ মকুলেই ম্লিয়মাণ হইল।

(কালেজের পণ্ডিতের প্রবেশ।)

আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় এক বার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে।

বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাইনে?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন—সোণার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করে্য কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়সতো কম হয় নাই।

(বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ।)

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড় দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত; সকল দেবতাই সমান, ঠক্‌বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না, তা-হাই একথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাংক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন ?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছু মাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

(এক জন চাপরাসির প্রবেশ)

তুমি জেলের চাপরাসি না ?

চাপ। মশাই এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারিনে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না, আমি চলিলাম।

(চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান)

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা।

(গোলকচন্দ্রের মৃত দেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান, জেল দারগা এবং জমাদার আসীন।)

দার। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে ?

জমা। মনিরদ্দি গিয়েছে। ডাক্তর সাহেব না এলেতো নাবান হইতে পারে না।

দার। মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ আসিবার কথা আছে না ?

জমা। আজ্ঞে না; তাঁর আর চার দিন্ দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, এক খান চিটীতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দার। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন; এ দশা দেখ্‌লে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। একি, একি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে

মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! বিন্দুমাধবের ইংবাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দবিবাদ তাহার মন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেই রূপ হইবেন—

দার। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু! এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তরসাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

(ডিপুটি ইনস্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ)

বিন্দু। দারগা মহাশয়! আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটি বাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্য রোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত এক বার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

(গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট)

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইনস্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়।

দার। মহাশয়! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দার। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভৎর্সনা করিতেছেন—

(ডাক্তর সাহেবের প্রবেশ।)

ডাক্তর। হো, হো, বিন্দুমাধব! গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে।

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তর। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লাণ্টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল, এক জনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে বলিল, "নীলমামদো নীলমামদো", দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর এক জন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল, রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লাণ্টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালিসাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি

সাহেব যাইতেছিলেন; রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়াছে, নীলভূত বেরিয়াছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকরপীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোন খানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোন খানায় হাড়ির ঝুড়ি।

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

(বিন্দুমাধব এবং ডেপুটি ইনস্পেক্টার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক মৃত দেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তর খানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ দাস এবং এক জন গোপের প্রবেশ।)

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করো?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারা খুত্তি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, নুন না থাক্লি নুন চেয়ে আন্চি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেড়া কান্তি লাগ্লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে্য মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকিনে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁডা বলে, কল্‌কাতার পচ্চিম, যারা কায়েদ গার পইতে কত্তি চেয়েলো—যে বামুন আচে ইদিরি খেব্‌য়ে ওটা যায় না, আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে—ছোট বাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না, পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোট বাবুর ন্যাকা-পড়া দেখে চাসা গাঁ মানলে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমকমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসি-গার বৌর মত শান্ত মেয়েতো আর চোকি পড়ে না, গোমা-র মা পত্যই ওনাদের বাড়ি যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েছে, এক দিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে, মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাত্ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটী সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়াঞ্জি মশাই! বলবো কি? মোগার গোমার মা বল্লে, পাড়াতেও আষ্ট ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিন গলায় দড়ির খবর শুনেলো সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনে-লাম সউরে মেয়ে গুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া কর্‌য়ে আখে, আর মা বাপিরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজোব্‌ কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাওতো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন— গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে খাবে কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনি আমাবল্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি কর্‌বো, তুমিতো খুঁচয়ে খুঁচয়ে বিষ বার কত্তি নেগেচো, মোর্‌ কি সাধ, কুটিতি বসি গোডার শালারে গালাগালী করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মো-কদ্দমা কর্‌য়ে মানি মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃ-পীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইতেছি।—

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দ্দি—দেওয়াঞ্জী মশাই খাপা হবেন্‌ না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওডা নন্দর বংশ, ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা আপনারা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতে দপড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদ্দির হিসেবডা কর্‌য়ে মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।— (প্রস্থান)

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাহাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়েক খানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীনবসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন—আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাক্‌তে হয়।

(উডের প্রবেশ।)

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গ নগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব্ সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশ-জন পোদ সুড়কিওয়ালা জোগাড় কর্‌য়ে রাখ্‌বে—আমি যাব, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ী কত্তে পার্‌বে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে সুড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম করে্য দিয়াছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমর নগরের মাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কর্ত্তে পারবে?

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড়্ দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার! কাযেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকী মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্‌হারাম বেইমান! মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা

যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেভলিকমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদ্রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ; মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—য়্যার‍্যাণ্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্‌নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ী ভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার! আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেই রূপে নীল গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই——

(এক জন উমেদারের প্রবেশ।)

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার! আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহা-রাজের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু! বৃথা খোসামদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে একথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে অনাহারি প্রজা-রূপ সুমিত্রানন্দননিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী

মহাজন মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার! খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘর খরচ করে। যদি দেশে অজন্মা বশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের আপাত লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন কোন অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান্ করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, " নীল

মামদো ” হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার ! এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদোব হইয়াছিস কেন ? বজ্জাত, ইন্‌সেন্‌চিউয়স্‌ ব্রূট্‌।

গোপী। ধর্ম্মাবতার ! গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা, কুটিতে ডিস্‌পেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চতকে একটা সাহসি কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না লায়েক আছে—নবীন বসুকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য এক বার নবীন বসুকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌ রাও ইউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোর্‌স্‌ বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মূলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড্‌ কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস্‌, ডেভিলিষ নিগার ! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম কাওটকা মাফিক কাম্‌ ডেগা—শালা কায়েত—কাল্‌কে কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌ছে জেলমে ভেজ দেগা।

(উড এবং উমেদারের প্রস্থান)

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া)। সাত্ শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করো? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ্! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"।

(গোপীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনমাধবের শয়ন ঘর।

(আদুরী বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করো‌ও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কর্ত্তি নেগেচে, মা ঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরো নিয়ে গিয়েছে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করো যে মোদের বাড়ী পানে আ-ন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

(মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধব বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ)

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মা ঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়য়ে দেখ্‌তি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেল্‌য়ে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাচতলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম্। মরা ছেলে দেখে মা ঠাকুরুন কি বাঁচবে? তোমরা এটু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

(আদুরীর প্রস্থান)

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড় বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথিতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এস্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড় বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন,

তাঁহারা বলিলেন " যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড় বাবু বলিলেন " আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড় বাবু আমাকে আর তোরাপ্‌কে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবকে বলিলেন " হুজুর! আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন। নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে; এখনও শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে " যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁসি হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড় বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, " তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই "।

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)

সাধু। অমনি বড় বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাত করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এক কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন

মুড়কীওয়ালা, বড় বাবুকে ঘেরাএ করিল, ইহাদিগকে বড় বাবু এক বার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড় বাবুকে মারিতে একটু চক্ষু লজ্জা বোধ করিল। বড় সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড় বাবুর মাথায় মারিল, বড় বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড় বাবুকে ঘেরাও করিতেই এক গুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করো বড় বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন "তুই এটু তফাৎ থাক্, জানি কি ধরা পাকড়া করো নে যাবে" মোর উপর সমিন্দিদের বড় গোষা, মারা মারি হবে জানলি মুই কি নুকয়ে থাকি। এটু আগে যাত্তি পাল্লে বড় বাবুকে বেঁচয়ে আন্তে পাত্তাম, আর দুই সমিন্দিরি বরকোত্ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড় বাবুর মাতা দেখে মোর হাত্ পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড় বাবু মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড় বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন।)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পঁহুছিবা মাত্র ছোট সাহেব পতিত বড় বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড় বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধু স্ত্রী ভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরোজানাতি সারতাং॥"

বড়বাড়ীর জন প্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড় বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে, আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্ত মাখা কি রূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ম্যাচ করিয়া কাম্‌ড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কাম্‌ড়ে লইয়্যে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড় বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সম্‌ন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম্‌, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন; বড় সাহেবের নাসিকা চ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুক্‌য়্যে থাকি নাত করে্য পেল্‌য়্যে যাব, সমন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়্যে দেবে।

(নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটীতে দুই বার
সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গা লাভ শুনে মাঠুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড় বাবুর এদশা দেখিবামাত্র প্রাণ ত্যাগ করিবেন সন্দেহ

নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড় বাবু! বড় বাবু! নবীনমাধব! (সজল নয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধন বার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব"। তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণ কালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম; এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

(নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি)

আসিতেছেন।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী,
নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

ভয় নাই, জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীন-

মাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়, উহুহু!—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সৈরি। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ! তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরে্য দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা! তুমি পতিব্রতা সাধ্যসতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়; চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু! কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

(প্রস্থান)

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেস বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

(প্রস্থান)

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রি দিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না; সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, এক বার দেখিলে না! (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা!

বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকরিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেই রূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃত বচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখসূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে! (রোদন করিতে করিতে নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ি যান, পতিশোকে সেই খানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে নয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন; আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতা মাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিছেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতা মাতা বিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব। (ভূতলে পতন)

খুড়ি। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন? মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তর আস্তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজোঠাকুরুণ! আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আলপানায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই; সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী; অবিরল অমৃত-মুখী বধুপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুল্লবদন বধু-মাতা বধুমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলো করা শ্বশুর, শারদ কৌমুদী বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতা দেবীর লক্ষ্মণদেবর অপেক্ষ্যাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি—রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (এক দৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুস্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো! তোমরা আমার বিপিনকে এক বার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি এক বার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুস্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি।

(মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা! এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা! যদি বড় দিদির চেতন থাক্‌তো তবে একথা শুনে বুকফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা! স্বামী আমার ইহ লোকে বড় ক্লেশ পেয়েচেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথ-বন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি মরি একি সর্ব্বনাশ।
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদবান্ধব কর বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবনজীবন॥

সর। দিদি! ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখ বিকৃতি করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি! ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখনত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্নি ভাল বাসেন যে, অত্র জ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপা

ফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি! কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লির মেয়ে বল্‌বেন।

(সাবিত্রী গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে)

সাবি। প্রসববেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন করিতে করিতে) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটিলেখে কত্তারে না মার্‌তো তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন (হাত তালি)।

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে এক বার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম কর্‌যে খোকার মুখে একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরি। মা! আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে। আহা, হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো (ক্রন্দন)

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি! জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন

বাজ্‌না হলো না (চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাক্‌রুণ! আর এক খান চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কর্ত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মাগো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এখন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা! তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন।)

সর। মাগো! আমি তোমার মুখে একথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিনে (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা! আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েছে, কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি (হাস্য করিতে করিতে করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ির সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েচে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা! তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাই-বউ! ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই (দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা! তুমি যে বল্যে থাক ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেরয়ে

তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোট বউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাগা মা! তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আট্‌ কোড়ের দিন আসিস্‌ তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড় দিদি! নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নামতে আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, বউমার ছেলে হলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো। আমি খোকা পেয়েচি ঐ নাম রাখ্‌বো। কত্তা বল্‌তেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব" বল্যে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন আজ্‌ সে সাধ্‌ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েচে (হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ও ঘরে যাও।

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ)

(সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান,

সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সাধু। এই যে মা ঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্‌ বাড়ি রেখে এলে।

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা বড় হালদারেরে বল্‌চেন

"মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদারনিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদারনি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতি-শোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিক্‌টা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণ হস্ত দেন (হাত বাড়াইয়া)

সাবি। তুই আঁটকুড়ির ব্যাটা কুটির নোক্ তা নইলে ভাল মান্‌সের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাই বউ! ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ি দেব। (প্রস্থান)

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না; আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না, ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয় বাহুল্য কিন্তু এক জন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য—

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

(চারি জন জ্ঞাতির প্রবেশ)

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহবা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার মার করিতেছে এবং "হা বড় বাবু! হা বড় বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব স্ব গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ টারপিন তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোন রূপ কথা বার্ত্তা এখানে না হয়।

(কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের এক দিকে, এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন। যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের ঘর।

(ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট)

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা! বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। জাদু মোর, সোণার চাঁদ মোর, ওমন ধরা কেন

কচ্চো মা। বিছেনা ঝেড়ো দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাইতো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, আরে মলাম্ রে, বাবার দিগি ফিরুয়ে দে!

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার দরিদ্রের রতন মণি; মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়িতে বড় সাধ্ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা!

রেবতী। মার মোর কত সাধ্, বলে সেমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির মালা দিতি হবে—আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েচে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লা পানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল!

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল করে চেয়ে দেখ না মা!

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল্ করেলাম্! আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করে্য, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড় বাবু মোরে বাগের মুখ থেকে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো; আঙ্গুল গুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড় বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরামাচ হ—হ—হ—

রেবতী। নমীর আত্ বুঝি পোয়ালো, মোর সোণার পিত্তিমে জলে যায় মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা! ই কত্তি নিয়ে এইলে—

(সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ্ কর, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল্ যাবে।

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ)

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন এক বার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্ব লক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু কর‍্যে বিছানা কর‍্যে দেলাম তব মা মোর ছট্ ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো!

(রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গললক্ষণ “ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।”

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান; পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকা-ভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ! ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

(রাইচরণের প্রস্থান)

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি, চেতন আছেন, তা আপনি আলোচাল হাতে করো্য মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বেন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ, ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড় বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয় নীলকরনিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কে-উটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদরি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অক-স্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; আমা-বস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরম

সুন্দরী পতিপ্রাণা দশ মাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধন সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড় বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণ ত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তার বাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তার বাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দু বাবু টাঁকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দু বাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত, বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোট বাবু ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে্য ক্ষেত্রমণিকে

দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম করো্যে ডাক্তার বাবু আমারে দুই টাকা দিয়া গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে হাত না ধর্যে বল্‌তো, বাঁচবে না; আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতে পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচয়ে দেয়।

(চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

কবি। চাল গুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিও না—এ বাটিটীতো অতি পরিপাটী দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু! খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

(ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়! আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এ দিকে আয়।

রেবতী। ওমা মোর কপালে কি হলো! ওমা মুই হারাণের রূপ ভোলবো কেমন করো্যে, বাপো! বাপো!—ও ক্ষেত্র! ও ক্ষেত্র! ক্ষেত্রমনি! যা—আর কি কথা কবা না, মা মোর বাপো, বাপা, বাপো! (ক্রন্দন)

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্ ধর্।

(সাধুচরণ রাইচরণ দ্বারা শয্যা সহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন)

রেবতী। মুই সোণার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না! মারে মুই কনে যাবরে! সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে! মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মারে! হো, হো, হো!

(পাছা চাপড়াইতে চাপড়াইতে ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন)

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল!

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর বাটির দরদালান।

(নবীন মাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবি। আয়রে আমার জাদুমণির ঘুম্ আয়্—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোণার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে (মুখ চুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গর্‌মি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কামড়েচে বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্যে দেয়

না; গোপালেরে শোয়াই কেমন করে্য। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে। (রোদন) ছেলে কোলে করে্য কাঁদিতেছি, হা পোড়া কপালি! (নবীনের মুখাবলোকন করে্য) দুঃখিনীর ধন আমার দয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েছি, আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আ-মার, মাই খাও— গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম তবু কত্তারে এক বার এনেদিলে না, গোপালের দুদ যোগান করে্য দিয়ে আবার যেতেন; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তে রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না—চীৎকার করে্য কাঁদিতে লাগ্‌লাম, তবু আমারে শাঁকা পর্‌য়্যে দিলে—প্রদীপে পুড়য়ে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না, সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাঁকা পরা যে ঘুচ্‌য়েচে, তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে মনে শয্যা পাতন (মাজুরটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাইনে—কাঁতা খানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে আস্তে নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা! সচ্চন্দে শুয়ে থাক থুথকুড়ি দিয়ে যাই (বুকে থুথ দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না, আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে দিতে মন্ত্র পঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক্।
ধূনোর আগুন চড়োক্ পাক্॥
সাত সতিনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুতুরো ফুল॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি॥

(সরলতার প্রবেশ)

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশত ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসিদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজ-নিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেই রূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মাগো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়ে

পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি-সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত, আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি! তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে?

(মৃত শরীরের নিকট গমন)

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না।

(ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্? ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি, আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার হ, এখান থেকে বার হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জীব টেনে বার কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ির এমন সুবর্ণমুখের রাশ জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুনয়্যে এয়েচে দেখ্‌চি।

(কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন)

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ির মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্ (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজিবিটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেরে ফেলি (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কুত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্ (গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা

(সরলতার মৃত্যু)

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে—ওমা! ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি! (সরলতার মস্তক লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন (রোদনানন্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেলো, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণ ত্যাগ করেন। মা! তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞানসঞ্চার আর না হও-

য়াই ভাল। আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা! আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা! আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে—জননি! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার! সোণার বিন্দুমাধব আমার! আমি তোমার সরলতারে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করো আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা! (সরলতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞান সঞ্চারে প্রাণ নাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখ চুম্বন করিবেন না! মা! আমার মা বলা কি শেষ হইল? (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! (চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি। (চরণের ধূলি ভক্ষণ)

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। ঠাকুর পো! আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা

দিও না! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাকবে —একি! একি! শাশুড়ি বয়ো এরূপ পড়্যে কেন?

বিন্দু। বড়বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞান সঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন! কেমন করো? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি যে আজো খোঁপায় দেউনি, আহা! আহা! আর তুমি দিদি বল্যে ডাকবে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা! তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে এক দিনও মনে করিনি!

(আদুরীর প্রবেশ)

আদু। বিপিন ডরয়ো উটেচে, বড়হালদারনি তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাকতে পারিস্‌নি, একা রেখে এইচিস্‌। (আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান)

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুব নক্ষত্র! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চ কূলতুল্য ক্ষণ-ভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নব দূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিত বনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ

আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিহ্ন দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ। স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীল-কীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতি পুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাপার॥
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্য মুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননি জননি বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ এক বার।

বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার ॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না ॥
সহাস্য বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে ॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বন বিহঙ্গসঙ্গীত ॥
সরলা সরোজ কান্তি কিবা মনোহর।
আলো করেছিল মম দেহসরোবর ॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময় ॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার ॥

আহা! এরা সব দাদার মৃত দেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন
যবনিকা পতন।)

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

—○—

নিম্নে মুদ্রিত কয়েকটি সংগীত সাদরে নীলকরদিগকে উপহার প্রদত্ত হইল।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেহট।

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন॥
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেতা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুটেছ সকল তো হে কি আর আছে এখন॥
দীন জনে দুঃখ দিতে কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন॥

(বিদ্যাভূণী কৃত)

কবির সুর।

নীল বানরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার॥
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতালী করে বধে রাবণে,
যত সওদাগররা সহায় এদের, ** দুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জজ সাহেব এক অবতার।
যত **** রাজত্ব হলো, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপ্পার॥

(ঐ)

(সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

রাগ সুরটমল্লার—তাল আড়াঠেকা।

নীল-দর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে॥ ১
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে॥ ২
ইডন্, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥ ৩
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে, পোড়ার মুখ দেখাতেছে॥ ৪
বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার কোরে,
নির্দ্দোষী লংকে ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে॥ ৫
ওয়েল্‌স, পিকক, জাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
******** হাজার টাকা ফাইন কোরেছে॥ ৬
নিদারুণ সেন্‌টেন্স শুনে, সিংহ বাবু দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়াল্‌টারব্রেট তায় তাকে
হয়েছে॥ ৭
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পোড়েছে॥ ৮
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্ হেট্রেড খুব চেগেছে॥ ৯
বেঞ্চে বাতুলের মত, লম্ফ ঝম্ফ করে কত,
আবার বলে আমার মত, কে বা জজ হেথা এসেছে॥ ১০
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার কোরে
গেছে॥ ১১
মহারাণী তোমা প্রতি, এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌সে পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বলিতেছে॥ ১২
(ধীরাজকৃত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোলোকচন্দ্র বসু।

নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়।
সাধুচরণ	প্রতিবাসী রাইয়ত।
রাইচরণ	সাধুর ভ্রাতা।
গোপীনাথ দাস	দেওয়ান।
আই, আই, উড পি, পি, রোগ	নীলকর।

আমিন।

খালাসী।

তাইদ্‌গীর।

মাজিষ্ট্রেট, আম্‌লা, মোক্তার, ডেপুটি ইনস্পেক্‌টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

কামিনীগণ।

সাবিত্রী	গোলোকের স্ত্রী।
সৈরিন্ধ্রী	নবীনের স্ত্রী।
সরলতা	বিন্দুমাধবের স্ত্রী।
রেবতী	সাধুচরণের স্ত্রী।
ক্ষেত্রমণি	সাধুর কন্যা।
আদুরী	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী।

পদী ময়রাণী।

National Library
Calcutta-27.

Cochran. Respectfully [illegible]

Muskegon.

Dear, Sir

D D

Cochran D

D

B

Dear Sir